মেহেরপুরে মাদক সেবকের ২ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় মাদক সেবনের অভিযোগে সাগর খাঁন নামের এক ব্যক্তিকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) বেলা ২ টার দিকে বামনপাড়া মোড়ে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ কারাদন্ড দেন তিনি।

দন্ডিত সারগর খাঁন সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকার জহির খানের ছেলে।

এর আগে সকালের দিকে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনের সময় সাগর খাঁনকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে সোপর্দ করেন।

সাগর খাঁন মাদক সেবনের দোষ স্বীকার করায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(খ) ধারায় তাকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে র্যাব-১২ এর অভিযানে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

২৮ বোতল ফেনসিডিলসহ আক্তার হোসেন (৪২)কে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টিম।

আক্তার হোসেন গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া গ্রামের মৃত মোস্তফা’র

ছেলে।

র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াডন লিডার ইলিয়াছ হোসেনের নেতৃত্বে র্যাবের একটি ইউনিট আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলসহ আক্তারকে আটক করা হয়।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় র্যাব-১২ এর পরিদর্শক ফজলুল হক বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করে আসামী আক্তার ও ফেনসিডিল গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

হাসপাতালের রোগীদের প্রলোভন দেখিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাসপাতালে দালাল চক্রের ৪ সদস্য প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আরডিসি হুমায়ন কবির।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

এরা হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে শামসুল আলম (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন (২৩) সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে রকিব উদ্দীন (২৭) ও একই গ্রামের আসারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (২৩)।

এর আগে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালান চক্রের এই ৪ সদস্যকে আটক করেন।

আটক দালাল চক্রের এই ৪ সদস্যকে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরের আদালতে নিলে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(১) ধারায় তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করা হয়।

ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, দন্ডিত দালাল চক্রের এই চারজন বিভিন্ন ক্লিনিকে দালাল হিসেবে কর্মরত। তারা মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভাবে রোগীদের ফাঁন্দে ফেলে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকের কাছে দালাল চক্রের এই সদস্যরা মানুষকে হয়রানী করার দোষ স্বীকার করায় ভ্রাময়মান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে জরিমানা করেন।

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের এক মাসের কারাদন্ড

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে আলামিন হোসেন ওরফে (২০) কে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

দন্ডিত আলামিন হোসেন গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছি ডিগ্রী কলেজপড়া এলাকার সিনারিল ইসলামের ছেলে।

এর আগে গাংনী থানার এসআই আতিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ক্যাম্পাসে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনকালিন সময় তাকে আটক করেন পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মৌসুমী খানম বলেন,

২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনে ৩৬ (১) এর ন্বারণী এর ২১ ধারা, মোতাবেক আলামিন ১ মাসের কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দন্ডিত জনিকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে দুই চোর আটক

শেষ রক্ষা হল চোরেদের। আলমসাধু চুরি করে পালানোর সময় হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন তারা। পরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে। শনিবার সকালে এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের কাশিপুর গ্রামে।

আলমসাধুর মালিক ইসমাইল হোসেন বিশু বলেন, প্রতিদিনের মত শুক্রবারও আলমসাধু বাড়ি উঠানে রাখি। রাত ২টা বাজে। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে দেখতে পায় আলমসাধু নাই। এরপর ঘর থেকে বের হতেই চোরেরা আলমসাধু নিয়ে পালাচ্ছে।

এ সময় তাদেরকে ধাওয়া করে পিছু নিই। পরে আমি আমার কালিগঞ্জের এক স্বজনকে মোবাইলে বিষয়টি জানায়। এ খবরে তারা সড়কে এসে আলমসাধুটি ধরে ফেলে। দৌড়ে পালায় চোরেরা।

পরে তারা চোরেদের পিছু নিয়ে সুমন নামের একজন ধরে ফেলেন। এরপর তারা চোর সহ আলমসাধুটি কোটচাঁদপুর থানায় সোপর্দ করেন। এদিকে চোর ধরা পড়া খবরে ছুটে আসেন কোটচাঁদপুরের দুই আলমসাধুর মালিক। যার মধ্যে রয়েছে মিন্টু রহমান ও সিরাজুল ইসলাম।

তারা বলেন, সম্প্রতি তাদের আলমসাধু চুরি হয়ে গেছে। আমাদের বিশ্বাস আলমসাধু দুইটি তারাই নিয়েছে। পরে সুমনের স্বীকারাক্তি অনুযায়ী বড়বামনদহ গ্রামে মোহাম্মদ আলী কে গ্রেফতার করেন পুলিশ। সে ওই গ্রামের আব্দুল মোতালেব হোসেনের ছেলে। সুমন কোটচাঁদপুর পৌরসভার গাবতলা পাড়ার আব্দুর রহিমের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক মোঃ হাসানুর রহমান জানান, জনগন চোরসহ আলমসাধু আটকে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুর শহরে ৪ যুবক গ্রেফতার । চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার

মেহেরপুর সদর ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে চুরির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ৪ যুবক গ্রেফতার ও চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।
আটকরা হলো, মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক রোড নতুন শেখপাড়া এলাকার মহিনুল আলমের ছেলেরোকনুজ্জামান রোকন, মেহেরপুর শহরের ৭নং ওয়ার্ড মল্লিকপাড়া এলাকার মৃত ইকবাল খানের ছেলে আকাশ আহম্মেদ খান, গোরস্থান পাড়া এলাকার আমিরুল ইসলামের ছেলে আসাদুজ্জামান ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের মোহাম্মদ আলী হোসেনের ছেলে রুবেল হোসেন।
এদের স্বীকারোক্তিতে চুরি যাওয়া ১জোড়া স্বর্ণের বালা, ১ জোড়া স্বর্ণের দুল, ১টি মোবাইল ফোন, নগদ ১৩০০ টাকা এবং চুরির কাজে ব্যবহৃত লোহার শাবল উদ্ধার করে হয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে শহর ফাঁড়ি পুলিশের এসআই সোহরাব হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই চারজনকে আটক করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটে। এসব চুরির ঘটনায় তাদেরকে শনাক্ত করে পুলিশ নিশ্চিত হয়েই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের স্বীকারোক্তিতে চুরি যাওয়া বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার করা হয়। আটক এই চার জনের বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পূর্বের একাধিক চুরির অপরাধে মামলা আদালতে চলমান ।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে

মেহেরপুরে পঁচা গরুর মাংসসহ একজন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পঁচা গরুর মাংসসহ শুকুর আলীর নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে গ্রেফতার বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত।

পরে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ এ আদেশ প্রদান করেন।

দণ্ডিত শুকুর আলী মেহেরপুর শহরের চক্র পাড়ার মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে।

আজ শনিবার (১৩ আগস্ট) মেহেরপুরের বড় বাজার হতে একজন মাংস ব্যবসায়ীকে পঁচা মাংসসহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নিরাপদ খাদ্য আইনে মামলা করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সদর উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, বড় বাজারে শুকুর আলী নামের এক মাংস ব্যবসায়ী পঁচা গরুর মাংস বিক্রি করছেন জানতে পেরে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় সেখান থেকে ৫কেজি পঁচা মাংসসহ তাকে গ্রেফতার করে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ স্যারের আদালতে হাজির করা হলে তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে স্ত্রী হত্যাকারী পাষণ্ড স্বামী আটক

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে পাষণ্ড স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যাকারী মতিয়ার আটক তার ভাষ্যমতে ঘরে থাকা গরু খুটা পোতা কাঠের খেটে দিয়ে মাথায় কয়েকবার আঘাত করি।

এসময় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর মারা গেছে বুঝতে পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। গত ৯ অক্টোবর দিবাগত রাত ১২ টার দিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ৬নং ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের চাঁদবা গ্রামে পারুল বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূ হত্যাকারী স্বামী মতিয়ার রহমান এভাবেই পুলিশের কাছে জবানবন্ধি দেন।

হত্যার দুইদিন পর শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে যশোর সদর উপজেলা ফুলবাড়ি ইউনিয়নের লেবুতলা গ্রাম থেকে তাকে আটক করে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর বিকালে পুলিশ স্বামীকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এসময় হত্যার গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন কালীগঞ্জ থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা।

ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, ঘটনার পর থেকে মতিয়ার রহমান পলাতক ছিল। এরপর তাকের ধরার জন্য বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। শুক্রবার গোপন সংবাদে জানতে পারি, সে যশোরের লেবুতলা গ্রামে অবস্থান করছে।

সংবাদ পেয়ে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে থেকে তাকে আটক করা হয়। নিহতের প্রতিবেশিরা জানিয়েছে, প্রায়ই মতিয়ার পারুল দম্পতির মধ্যে সংসারের নানা বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতো। ঘ

টনার দিন রাতেও তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। তবে, প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটায় প্রতিবেশিরা গুরুত্ব দেয়নি। বুধবার সকালে পারুলকে মৃত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

পরে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের সংসারে দুই মেয়ে রয়েছে। এরমধ্যে এক মেয়ে প্রতিবন্ধি ও এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় হোমিও ডাক্তার সানাউর রহমান হত্যা মামলায় চার জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। একই সাথে তদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষনা করেন। রায় ঘোষনার সময় দন্ডপ্রাপ্ত ৪ আসামী আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাদের পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর এলাকার মজিবুর রহমানের লেছে আজিজুর ইসলাম, কুবুরহাট দোস্তপাড়ার সামাদ সর্দারের ছেলে জয়নাল সর্দার, মাদ্রাসা পাড়া এলাকার আজিজুল হক খানের ছেলে সাইফুল ইসলাম খান, দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর এলাকার আব্দুর রহমান ওরফে কালা কাজীর ছেলে সাইজুজ্জিন কাজী।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দি এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ।

মামলার এজাহার সুত্রে জানাযায়, ২০১৬ সালের ২০ মে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কুষ্টিয়া পৌরসভার মজমপুর এলাকার মৃত বজলুর রহমানের পুত্র হোমিও চিকিৎসক সানাউর রহমান এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুজ্জামান মোটর সাইকেল যোগে সদর উপজেলার বটতৈল এলাকার শিশির মাঠের বাগান বাড়ীতে যাচ্ছিলো।

পথিমধ্যে অজ্ঞাত ব্যাক্তিরা তাদের মোটর সাইকেলের গতি রোধ করে দুই জন কুপিয়ে জখম করে। এতে ঘটনাস্থলেই সানাউর রহমানের মৃত্যু হয় এবং সাইফুজ্জামান গুরুত্ব আহত হন।

এই ঘটনায় সানাউর রহমানের ভাই আনিছুর রহমান বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের আসামী করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে দন্ডপ্রাপ্ত ওই চারজনকে অভিযুক্ত করে ২০১৭ সালের ৩০ এপ্রিল আদালতে মামলার চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুষ্টিয়ার মডেল থানার এসআই আজিজুর রহমান।

পরে দীর্ঘ তদন্ত শেষে স্বাক্ষ প্রমানের ভিত্তিত্বে অভিযুক্ত ওই চার আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। এদিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ব্যবসায়ী রিয়াজুল ইসলামকে হত্যা দায়ে চাচা ওয়াসিম আলী ও ভাতিজা সিফাত বিশ্বাসকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ) আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলাম এ রায় দেন। একই সাথে তাদেরকে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদ- দিয়েছে আদালত। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অনুপ কুমার নন্দী।

মিরপুরে সারের দাম বেশি রাখায় ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সারের দাম বেশি রাখায় এক ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মিরপুর উপজেলার হালসা বাজারে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে হালসা বাজারের মেসার্স মুন্সি ট্রেডার্স নামের একটি সার দোকানে অভিযান চালানো হয়। ইউরিয়া সার প্রতি বস্তা ১১০০ টাকা দরে কৃষকের নিকট বিক্রি না করে অন্য ব্যবসায়ীর নিকট ১২২০ টাকা দরে বিক্রয়।

এমওপি সার ৭৫০ টাকা বস্তার পরিবর্তে ১৪০০ টাকা দরে বিক্রয় করার অপরাধে মেসার্স মুন্সি ট্রেডার্স নামের একটি সার দোকান মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি। অভিযানে স্যানেটারী ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীনসহ আইনশৃঙ্খলাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।